এই হোক অঙ্গীকার : নারী নির্যাতন নয় আর

আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ২০১৩

প্রতি বছরের মতো এবারও যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হচ্ছে ৮ মার্চ-আন্তর্জাতিক নারী দিবস। নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্য নিরসন ও সমতা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের উচ্চকিত অঙ্গীকার ঘোষণা করাই সাধারণত এ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য। দিবসটির মূল চেতনা নিহিত নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের মধ্যে, যার প্রথম প্রকাশ ঘটেছিলো ১৮৫৭ সালে, নিউইয়র্কের একটি সূঁচ কারখানায় নারী শ্রমিকদের জ্বলন্ত বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। সেদিনের নারী শ্রমিকদের বঞ্চনা যেমন বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা ছিলো না, তেমনি সেদিনের বিদ্রোহও ছিলো না কোনো বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ। এটি ছিলো দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত যন্ত্রণা, অশ্রু আর ক্ষোভের সংগঠিত বহিঃপ্রকাশ। পুলিশী নির্যাতন সেই অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে দমিত করতে পারে নি। বরং নির্যাতিত নারীর লড়াকু প্রত্যয় নাড়িয়ে দিয়েছে বিশ্ব বিবেককে। বিশ্বের সকল প্রান্তে নিগৃহীত হতে থাকা নারীদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে সংগঠিত হবার আহ্বান। তাদের চেতনাকে করেছে উদ্দীপ্ত। তাদের ভীরু প্রাণে জ্বেলেছে অনির্বাণ সাহসের শিখা। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯১০ সালে জার্মানির সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিন কোপেন হেগেনে অনুষ্ঠিত সমাজতন্ত্রী নারীদের সম্মেলনে এ দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করার ঘোষণা দেন। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের ৮ মার্চকে জাতিসংঘ দিবসটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

আমাদের সংবিধানের ২৮(২) ধারায় বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন"। কিন্তু, সংবিধানের এই বলিষ্ঠ ও ন্যায্য প্রত্যয়টি আমাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও, নারীরা এখনো অব্যাহতভাবে অবদমন, নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান এই নির্যাতন এবং নির্যাতিত হবার ঝুঁকি নারীর মনোজগতে গভীর নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দিচ্ছে। তার কর্মক্ষেত্র ও স্বাধীনভাবে চলাচলের পথ হয়ে পড়েছে সংকুচিত। ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, রাজনীতি, প্রশাসন, ক্ষমতায় অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াতে নারীর অবস্থান এখনও অত্যন্ত দুর্বল। ইউনিসেফ ও অন্যান্য সংস্থার প্রকাশিত সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের নারী পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হল–

- **শিক্ষা:** বিবিএস এর তথ্য মোতাবেক ১৫ বছর ও তদুর্দ্ধ বয়সী জনগোষ্ঠীর মধ্যে পুরুষদের চেয়ে নারীদের সাক্ষরতার হার ০৮ ভাগ কম (যথাক্রমে ৬৩.৮৯ শতাংশ ৫৫.৭১ শতাংশ)। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই হার নারী ৩৮ শতাংশ, পুরুষ ৬২ শতাংশ।
- **স্বাস্থ্য:** প্রসবকালীন সময়ে শতকরা ৭৩ ভাগ মা দক্ষ দাইয়ের সহায়তা পায় না। বর্তমানে মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি লাখে ১৯৪ জন। শতকরা ৫২ ভাগ নারী এখনো রক্তশূন্যতায় ভোগে। গর্ভকালে সে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত খাবার বা বিশেষ যত্ন পায় না। এর পরিণতিতে এদেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ শিশু স্বল্প ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।
- **শ্রম:** শ্রমশক্তিতে নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণের হার পুরুষের তুলনায় বেশি। এসত্ত্বেও গবেষণা মোতাবেক দেখা গেছে শ্রমবাজারে পূর্ণকালীন মজুরীতে নিয়োজিত রয়েছে শতকরা ৩৪.৫ ভাগ পুরুষ এবং ৯.৮ ভাগ নারী। এক্ষেত্রেও অধিকাংশ নারী শ্রমিক মজুরী বৈষম্যের শিকার। বাংলাদেশে কৃষি শ্রমিকদের ৭৩ শতাংশ নারী বিনা মজুরীতে কাজ করে।
- **নির্যাতন:** কেবলমাত্র সহিংসতার কারণে ৭% নারী মৃত্যুবরণ করছে। শতকরা ৪৭ ভাগ নারী তার নিকটাত্মীয় দ্বারা পরিবারে নির্যাতিত হয়। শারীরিকভাবে নির্যাতিত নারীদের ক্ষেত্রে গর্ভপাতের সম্ভাবনা স্বাভাবিকের তুলনায় দ্বিগুণ। এক্ষেত্রে স্বল্প ওজনবিশিষ্ট সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় চারগুণ এবং এসব সন্তানদের জন্মের পাঁচ বছরের মধ্যে মৃত্যুর ঝুঁকি স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ৪০ গুণ। বাংলাদেশ পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী ২০০১ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত প্রায় এক যুগে এক লাখ ৮৩ হাজার ৩৬৫ জন নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে মামলা হয়েছে এক লাখ ৬৫ হাজার ১৯৪। নিয়াতনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার আসামীর সংখ্যা ৫ লাখ ৪৫ হাজার ৩৮১ জন। গ্রেপ্তার হয়েছে মাত্র ৮০ হাজার ৮০১ জন। যা শতকরা ১৪.৮১ ভাগ।

নারীর প্রতি বঞ্চনার শেকড় প্রোথিত রয়েছে সমাজজীবনের গভীরে। বঞ্চনা ও বৈষম্যের এই বাস্তবতা যত দীর্ঘায়িত হবে, জাতীয় উন্নয়নসহ সার্বিক উন্নয়ন ততই সুদূরপরাহত হয়ে উঠবে। তাই পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অধিকার সংরক্ষণ ও তার সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরি। এর মাধ্যমেই গোটা সমাজে অধিকার, মর্যাদা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। তাই আমরা চাই–

- দেশের সকল রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্র ও তাদের আসন্ন নির্বাচনী ইস্তেহারে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা এবং নির্বাচন পরবর্তী সময়ে তা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
- নির্বাচন কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপের সময় নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নকে গুরুত্ব দিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা;
- জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি ও সরাসরি নির্বাচন নিশ্চিত করা;
- নারীর জন্য বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা;
- প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন ও আইনের কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ বন্ধ এবং যৌতুক গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করা;
- এসিড নিক্ষেপ, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক নারী-পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

আসুন আজকের এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে আওয়াজ তুলি–

"এই হোক অঙ্গীকার: নারী নির্যাতন নয় আর "

প্রচারে: জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম

সহযোগিতায়: এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন

ACID SURVIVORS FOUNDATION